আমাদের সময়

তারিখ 11 OCT 2015 পৃষ্ঠা 9 কলাম ৫

বগুড়ার প্রাথমিক শিক্ষকের ৫৯০ পদ শূন্য

প্রধান শিক্ষক নেই ১৯২ বিদ্যালয়ে

প্রদীপ মোহন্ত, বগুড়া •

বগুড়া জেলার দেড় হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে প্রায় ২০০ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এতে বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ১২টি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (রাজস্ব খাত ও জাতীয়করণ ঘোষিত মিলে) ১ হাজার ৫৬৮টি। এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ১৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। একই সঙ্গে এসব বিদ্যালয়ে ৩৯৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য।

বগুড়া সদর, শাজাহানপুর, সোনাতলা, গাবতলী, সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়গুলোতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী শিক্ষকরা।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব তাদের কাছে বাড়তি বোঝা। তাদের অভিযোগ, সবসময় তাদের দাপ্তরিক কাজে নানা তথ্য দিতে এবং উপজেলা পর্যায়ে সভায় যোগ দিতে ছোটাছুটি করতে হয়। অথচ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারিভাবে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। আবার যেসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, সেসব বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, অতিরিক্ত ক্লাসের চাপ সামলানোর পাশাপাশি পরীক্ষার খাতা দেখাসহ নানা কাজে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। শাজাহানপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আবদুল কাইয়ুম বলেন, এ উপজেলায় ১২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ১৮টি বিদ্যালয়। পুরো উপজেলায় সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ৩৪টি। এসব পদ শূন্য থাকায় ওইসব বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে। সারিয়াকান্দি উপজেলার ১৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২৮টি প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ২৭টি বিদ্যালয়। আর সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ১০১টি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে অনেকেই মানতে চান না।

নন্দীগ্রাম উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, উপজেলার ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ২০টিসহ অর্ধশত শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

সোনাতলা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় ১২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়া চলছে ২২টি। আর সহকারী শিক্ষকের ৪৮৫টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ২১টি।

সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ পারভীন বলেন, ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। আর সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ১১টি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আলী বলেন, বিধি অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকের ৬৫ শতাংশ পদে পদোন্নতি এবং ৩৫ শতাংশ নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ হওয়ার কথা। আদালতের একটি মামলার কারণে পদোন্নতি-প্রক্রিয়া আটকে আছে। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু এই জেলায় এখনো নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। ফলে শিগগিরই শূন্য পদের জটিলতা কাটছে না।